COMPILED AND CIRCULATED BY PROF. ASIS BHATTACHARYA
DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

ঋগ্বেদোত্তর ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

ঋগ্বেদোত্তর যুগের পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য গুলি অর্থাৎ যজুঃ, অথর্বসংহিতা, ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ এবং উপনিষদাবলী পুরু ও পাঞ্চালদের দেশে রচিত হছিল বলে মনে করা হয় ।আর্যদের বসতি এই সময় বিস্তার লাভ করেছিল পাঞ্জাব, হরিয়াণা, উত্তরপ্রদেশ ওতৎসংলগ্ন রাজস্থানে ।পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য থেকে আর্যদের বসতি বিস্তারের যে ভৌগলিক সীমানার পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে আবিস্কৃত হয়েছে চিত্রিত ধূসর বর্ণের পাত্রাদি এবং তার সঙ্গে কিছু কিছু লোহার জিনিসপত্র ।এই প্রন্ন তাত্বিক আবিস্কার হয়েছে প্রধানত শতদ্রু ও গঙ্গা নদীর উপত্যকা অঞ্চলে । হস্তিনাপুরে চিত্রিত ধূসর বর্ণের পাত্রাদির স্তরে পাওয়া গেছে পোড়ামাটির ইঁটের তৈরী দেওয়াল । উল্লেখযোগ্য যে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত লোহার জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে তীরের ফলা, বর্ষার ফলা ও সূচালো অগ্রভাগ যুক্ত পেরেকের মতো কিছু জিনিস, কি ন্তু কুঠার , জমি নিড়ানোর যন্ত্র , কাস্তে এবং লাঙ্গলের ফলা প্রায় অমিল ।কাজেই লোহার ব্যবহার পরবর্তী বৈদিক যুগের কৃষি ও কারিগরী শিল্পে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে পেরেছিল বলে মনে হয় না ।

শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে বিদেঘ মাথব আগুন দিয়ে বনাঞ্চল পোড়াতে পোড়াতে উত্তর বিহারে সদানীরা নামে নদীর তীর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন । এই ঘটনা সম্ভবত বৈদিক যুগের একেবারে শেষভাগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ তে হয়ে থাকবে ।সেই সময় বনাঞ্চল পরিষ্কার করে কৃষিযোগ্যজমি বের করার জন্য যেমন আগুনের ব্যবহার করা হত তেমনি লোহার অস্ত্রের ব্যবহারও শুরু হয়েছিল ।কারণ সে সময় আর্যরা বিহার অঞ্চলে লোহার খনির সন্ধান পেয়ে গেছে ।গোড়ার দিকে অবশ্য উদুম্বর ও খদির কাঠের লাঙ্গল ব্যবহার করা হত ।কিন্ত যখন লাঙ্গলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত ছয়- আট- বারো এমনকি ২৪টি বলদ, তখন নিশ্চয়ই নিবিড় চাষের জন্য প্রয়োজন ছিল লাঙ্গলে লোহার ফলা । অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে, এমন নিবিড় চাষ পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষ দিকে ছাড়া সম্ভব হয় নি । জৈমিনি উপনিষদ ব্রাহ্মণে কৃষ্ণ অয়স্ বা লোহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় ।

যদিও অথর্ববেদ তেকে জানা যায় যে, গবাদি পশুছিল এ যুগের প্রধান অস্থাবর সম্পত্তি ,কিন্ত সংশয়ের অবকাশ নেই যে, কৃষিই ছিল জীবিকার প্রধান উপায় ।শতপথ ব্রাহ্মণে কৃষির সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে । যব ছাড়া কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ছিল গোধূম, ব্রীহি, মাস, তিল, মসুর প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য । বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ আছে অত্রঞ্জিখেরতে খনন কার্যের ফলে চিত্রিত ধূসর বর্ণের প্রাত্রাদি স্তরে যব, গম, চাল আবিস্কৃত হয়েছে ।হস্তিনাপুরে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর স্তরে ব্রীহি পাওয়া গেছে ।অথর্ববেদে ইক্ষুর উল্লেখ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ষাটদিনে যে ধান পাকত তার উল্লেখ আছে

অথর্ববেদে , তাকে বলা হয়েছে ষষ্টিক। পরবর্তীবৈদিক যুদে আর্যরা স্থায়ী বসতি ও কৃষি- অর্থনীতি গ্রহন করেছিলেন তখন অস্থাবর সম্পত্তীর মধ্যে গৃহ ও ভূমিকে গণ্য করা হয়েছে।তবে ভূমিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত হয়নি।ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতকে ভূমিদান প্রথা প্রচলিত হয়নি।অথর্বদেবে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণের গবাদি পশু ওস্ত্রীর নিরাপত্তা বিধান করতে হবে রাজাকে কিন্তু এমন কথা বলা হয়নি যে, ব্রাহ্মণের অধিকৃত ভুমিতে অধিকার প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, বিশপতি বা বিশের সম্মতি ক্রমে কাউকে জমিবন্দোবস্ত দিতে পারতেন। কৃষক যে জমি কর্ষণ করত তার জন্য তাকে নির্দিষ্টহারে কোন কর দিতে হত না। একান্নবর্তী যৌথ পরিবারগুলি কৃষিজমি অধিকার করে চাষ বাস করতেন।কৃষকেরা যে উৎপাদন করত তার কতকাংশ উদ্বৃত্ত হত । সেই উদ্বৃত্ত উৎপাদনের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও রাজন্য ক্ষত্রিয়দের ভরণ –পোষন সম্ভব হয়েছিল। ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতদের কাজ ছিল বিভিন্ন যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা।কৃষির সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি করা এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক বিশপতির যাতে যুদ্ধে জয় হয় তার জন্য প্রার্থনা করা।রাজন্য বা ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি ছিল যুদ্ধ ও জনপদের শাসন করা। বিশ্ অথবা বৈশ্যের কাজ ছিল কৃষিকাজ করা। আর শূদ্রেরা শ্রমজীবি সমাজ সেবক ছিল।অতএব পুরোহিত এবং যোধ্ধাশ্রেণী উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না।অথচ তাদের স্বতন্ত্র ভাবে ভূ-সম্পত্তির অধিকার ছিল বলে জানা যায় না।ভূমিতে কর্ষণের জন্য দাস অথবা দিন মজুর নিয়োগ করা হত না।এক একটি পরিবারের অধীনে ততটাই জমি থাকত যতটা পরিবারস্থ ব্যক্তিরাচাষ বাস করতে পারত ।কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের একটি অংশ সংগ্রহ করতে হত রাজাকে রাজন্য বর্গের মাধ্যমে। পূর্বে স্বেচ্ছায় বিশ রাজাকে বলি নামে যে উপঢৌকন পাঠাত এই যুগে সেটি বাধ্যতা মূলক ভাবে দেয় করে পরিণত হয়। তা ছাড়া শূল্ক নামে আরও একটি কর কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করা হত। ভাগদুখ বলতে বোঝানো হত সেইসব কৃষকদের যারা কর প্রদানকারী।কৃষকদের থেকে যে কর আদায় করা হত, তা আবার রাজন্য , ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বন্টিত হত।সাধারণত যাগ যজ্ঞ উপলক্ষে এই বন্টন হত।পরবর্ত্তী বৈদিক যুগে রাজন্য বা ক্ষত্রিয় বিশ্ বা বৈশ্যের নিকট থেকে কর আদায় করবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । অবশ্য তার পরিবর্তে বিশ্ বা বৈশ্যের কৃষি জমির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। অন্যদিকে ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞ ও ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানে রাজন্য ও বিশ্ উভয়ের নিকট থেকে দক্ষিণা আদায় করতেন।পরবর্ত্তী বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক জীবনে বিভিন্ন কারীগরী শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল।পুরুষমেধযজ্ঞ উপলক্ষ্যে কারিগর শিল্পীদের নামের তালিকা পাওয়া যায়।ম্মাতৃ বা ধাতু গলানোর কাজ করতেন যারা, কর্মার অর্থাৎ কর্মকার , সূত্রধর, চর্মকার , কূম্ভকার , তন্তুবায়, তক্ষণকার প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। তন্তুবায় বা বয়ন শিল্পীদের কাজ স্ত্রীলোকেরাই করতেন।মূল্যবান প্রস্তরে খোদাইয়ে যে কাজ তক্ষণ-শিল্পীরা করতেন তা অনেক পরিমানে নগর বাসীদের প্রয়োজন মেটাত।

পরবর্ত্তী বৈদিক যুগের অন্যতম সামাজিক বৈশিষ্ট্য হল নারীর মর্যাদা হ্রাস। তাদের ধর্মাচরণের অধিকার কমে যায়। বাল্যবিবাহের প্রচলন বৃদ্ধিপায়। পণপ্রথার প্রসার ঘটে।পুরুষ বহুবিবাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। নারীর সম্পত্তির অধিকার খর্ব হয়। এ যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ীয মত ব্রহ্মবাদীনীর উল্লেখ থাকলেও নারীর মর্যাদার অবনমন ঘটেছিল , এতে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্ত্তী বৈদিক যুগের পুরুষ ও মহিলারা সুতী, পশম ও পশুচর্ম ছাড়াও রেশম ও ছাগলের লোম পরিধেয় হিসাবে ব্যহার করত।রঙ্গীন ও মূল্যবান পোষাকও লোকে পছন্দ করত।নারী ও পুরুষ উভয়েই সোনা ও মূল্যবান পাথরের অলঙ্কার পরত।শুয়োরের চামড়ার পাদুকা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আছে।শলানি বা চিরুনি, প্রকাশ বা ধাতব আয়না ও শঙ্খ ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হত।

গ্রন্থঋণ :-
১. ভারতঅনুসন্ধান - অঞ্জন গোস্বামী।
২.সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস – দেবকুমার দাস।
৩.ভারতের আর্থ- সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা – ড. ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়।
৪. Socity of India – Ram Ahuja.